৩১-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – বাবা তোমাদেরকে এত অসীম সুখ দিতে এসেছেন যে কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কেবল পাঁচ ভূতের ওপর জয়ী হলেই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে।"

প্রশ্নঃ- রাস্তা সহজ হওয়া সত্ত্বেও ধারণা না হওয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ- অবজ্ঞা। বাবা তো সকল বাচ্চার ওপরেই বিশ্বাস রাখেন যে এই বাচ্চা ব্রাহ্মণ বংশের নাম উজ্জ্বল করবে, ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য সহযোগী হবে। কিন্তু বাচ্চাদের দ্বারা বারবার অবজ্ঞা হয়ে যায়। এইজন্য ধারণা হয় না এবং তার ফলে পদ কম হয়ে যায়। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এটা খুব উঁচু সিঁড়ি, তাই প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ নিতে থাকো।

গীতঃ- আমি খুব ভাগ্যবান...

ওম্ শান্তি। বেহদের সুখ দেওয়ার জন্য বেহদের বাবা বাচ্চাদের সাথে একবার-ই মিলিত হন। তারপরে আর অন্য কিছু চাইতে পার না। ভক্তিমার্গে তো ভক্তরা ভগবানের কাছে, দেবতাদের কাছে কিংবা সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে কিছু না কিছু চাইতে থাকে। বেহদের বাবাকে পেয়ে গেলে সকল প্রাপ্তি হয়ে যায়। বাবা তো স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন, এর থেকে বেশি আর কি চাই! বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণ এই মনুষ্য সৃষ্টির মধ্যে সবথেকে উঁচু পদ পায়। এর থেকে আর কোনো উঁচু পদ নেই। তাই চাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের সাথে তো প্রজারাও থাকবে। যেমন রাজা রানী, সেইরকম তাদের প্রজা... কিন্তু তাদেরকে স্বর্গে এত উঁচু পদ কে দিয়েছেন? বাবা দিয়েছেন। কখন দিয়েছেন? সঙ্গমযুগে। অন্য কেউ দিতে পারবে না। এই সৃষ্টিচক্রের বিষয়ে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। এখন তো কলিযুগ। এরপরে যে সত্যযুগ আসবে সেটা বাবা ছাড়া আর কে বলতে পারবে? বাবা এখানে বসে সৃষ্টিচক্রের রহস্য বোঝান। সবকিছুই প্রথমে নুতন থাকে, পরে পুরাতন হয়ে যায়। সেইরকম এই সৃষ্টিরও বিভিন্ন স্টেজ (অবস্থা) আছে। বর্তমানে এটা তমোপ্রধান পুরাতন দুনিয়া। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কত মতভেদ-ঝগড়া। বাবা বলেন, আমার কাজ হল সকল ঝগড়া মিটিয়ে এক ধর্ম স্থাপন করা। বাচ্চারা, আমি স্বয়ং আমার পরিচয় ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের তো কেবল আকার আছে। মানুষের সাকার রূপ রয়েছে। কিন্তু উঁচুর থেকেও উঁচু পরমাত্মার না আকার আছে, না সাকার (স্থূল শরীর) আছে। তাঁকে নিরাকার বলা হয়। আত্মা যেমন নিরাকার, সেইরকম আত্মা বলে যে আমার বাবাও নিরাকার। তিনিই হলেন সকলের বাবা। বাকি সবার শারীরিক নাম রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও নাম আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও সূক্ষ্ম শরীরের নাম আছে। কেবল নিরাকার পরমাত্মা-ই হলেন এমন একজন, যাঁর নাম শিব। তিনি বলেন- বাচ্চারা, আমি পরম আত্মা তোমাদেরকেও আমার মত বানাই। আমার কাছ থেকে অর্থাৎ জ্ঞানের সাগরের কাছ থেকে তোমরাও সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ পেয়ে যাও। প্রেমের সাগরও বানাই। দেবতারা তো প্রেমের সাগর, তাই না? সবাই ওদেরকে কত ভালোবাসে। সমগ্র সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান হল মুখ্য বিষয়। এছাড়া আছে মূলবতন এবং সূক্ষ্মবতন। সৃষ্টির এই চক্র চার যুগে আবর্তিত হয়। সত্যযুগে ১৬ কলা সম্পন্ন হয়, তারপর ত্রেতাযুগে ১৪ কলা হয়ে যায়। যত জন্ম নিতে থাকে, তত কলা কম হতে থাকে। এখন দেবী দেবতা ধর্মটাই লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। একজন মানুষও বলবে না যে আমি সূর্যবংশের উত্তরসূরি। অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীরা তাদের

নিজেদের ধর্মকে জানে। এখন বাবা পুনরায় তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। বর্তমানে কলিযুগ হল পতিত দুনিয়া। বাবা-ই একে পবিত্র দুনিয়া বানাবেন। কল্পবৃক্ষ, গোলা - এইগুলো তো অন্ধের জন্য আয়না। ভবিষ্যতে যখন তোমাদের কাছে অনেকজন আসবে, তখন তাদেরকে দেখে আরও অনেকে আসবে। কোনো দোকানে যদি অনেক খদ্দের থাকে, তাহলে তাদেরকে দেখে আরো অনেকে সেই দোকানে যায়। ভাবে যে এখানে নিশ্চয়ই ভালো জিনিস পাওয়া যাবে। সেই দোকান তখন বিখ্যাত হয়ে যায়। এখন তোমরা অত বিখ্যাত হওনি, কারণ এটা নুতন জিনিস। বোম্বেতে চিমিন্যান্দের কাছে অনেকজন যায়। খবরের কাগজেও তার নাম বের হয়। এখানে যখন শোনে যে কেবল পবিত্র থাকতে হবে, তখন কনফিউজ হয়ে যায়। বলে যে স্ত্রী পুরুষ একসাথে থেকে পবিত্র থাকা তো অসম্ভব। এটা তো আগুন এবং তুলা একসাথে থাকার মতো ব্যাপার। স্ত্রী হল নরকের দ্বার, তার সাথে থাকলে নরকে যেতে হয়। কিন্তু নিজেকে কখনো নরকের দ্বার বলে মনে করে না। দুনিয়ার মানুষের কাছে এটা মুস্কিল বোধ হয়, কিন্তু এখানে তোমাদেরকে ধৈর্যতা দেওয়া হয় যে - ৫ ভূতের ওপর জয়ী হলে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। বোম্বেতে একজন বাচ্চা আসত, সে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছিল বলে তার ঘরে অনেক অনেক ঝগড়া হত। একজন কন্যা ক্লাস করতে আসত। তার ভাই তাকে বলত - ওখানে গেলে মেরে ফেলব। সেই কন্যা তখন বলত, আমার প্রতি পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশ হল - নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানাও। তাই তোমার কথায় আমি মোটেও আমার এই কাজ ছাড়ব না। তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। এইরকম বাহাদুর কন্যা খুব কম আছে। কোথাও আবার বিকারের জন্য মাতারাও সমস্যা করে। কিন্তু যে মহাবীর, তার জিৎ হয়। এইরকম বাহাদুর পুরুষও আছে এবং স্ত্রীও আছে। গৃহস্থে থেকে পবিত্র থাকা - এটা তো আরও ভাল। তাকেই মহারথী বলা হয়। হয়তো কেউ এই জন্মে ব্রহ্মচারী, কিন্তু আগের জন্মের পাপ তো মাথার ওপর রয়েছে। কেবল কাম বিকার-ই নয়, আরো অনেক রকম পাপ হয়। দেহ-অভিমান থাকলে পাপ অবশ্যই হয়। যে মানুষ নিজেই মাংস, মদ ইত্যাদি খায়, সে অন্যের সদগতি কিভাবে করবে? সদগতি মানে শান্তিতে এবং সুখে যাওয়া। এখানে তোমরা পতিত, দুঃখী, সেইজন্য গুরু করতে চাও। শান্তি আছে নির্বান্ধামে। স্বর্গে আছে সুখ আর নরকে আছে দুঃখ। বাবা-ই এইসব কথা বোঝান। তাই তাঁর সুযোগ্য সন্তান হয়ে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন তোমাদেরকে ফেরত যেতে হবে, তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মৃত্যুর আগেও বলে যে ভগবানকে স্মরণ করলে উপরে চলে যাবে, তারপর আর আসবে না। কিন্তু এইরকম তো হয় না। কেউ জানেই না যে ওপরে যাওয়ার মন্ত্র কে দিতে পারবে। বাবা বলেন, আমি এসে তোমাদেরকে এই মায়া থেকে মুক্ত করি। তোমরা যত মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে, তত ফেঁসে যাবে। তাই আমার শ্রীমৎ অনুসারে চল। নিজের আসুরিক মতামত অনুসারে চলা বন্ধ কর। যে নিজের মত অনুসারে চলে, সে দুর্গতি প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করে। এবং অবশেষে অধঃগতিকে প্রাপ্ত করে। বাবা প্রত্যেকের চলন দেখে এইসব বুঝতে পারেন। যেমন তীর্থে গেলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এর অসুখ আছে, ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। সে নিজেও বলে যে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, কোমর ভেঙে গেছে। তখন বোঝা যায় যে হয়তো এর ভাগ্যেই নেই। কিন্তু এটা হল বেহদের ব্যাপার। যখন শ্রীমৎ ত্যাগ করে নিজের মত অনুসারে চলতে শুরু করে, তখন তার চালচলন-ই বদলে যায়। তখন মুখ থেকে রক্তের পরিবর্তে পাথর বেরোয়ে। এরফলে সে যতটা জমা করেছিল, সেটা খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন, কারোর যেন এইরকম সন্তান না হয়। মহারথীদেরকেও মায়া এমন ভাবে ধরে ফেলে যে বলার নয়। বাবার কাছে তো খবর আসে। পত্রতে লেখে যে অমুক বাচ্চা খুব ভালভাবে জ্ঞানে চলছিল, কিন্তু মায়ারূপী বেড়াল ধরে নিয়েছে। কেউ যদি না আসে, তাহলে তাকে তার ফটো পাঠাও। বলো, তুমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখন আয়নায় নিজের

মুখ দেখ যে লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য আছি? মায়া এমন যে যোগ্য থেকে অযোগ্য বানিয়ে দেয়। পড়ে গেলে তার ভাগ্যে দাগ পড়ে যায়। দেহ অভিমান অতি প্রবল। আমি ধনী, আমি অমুক, ঝট করে দেহ অভিমান এসে যায়। তখন বেহদের বাবার কথাও মানে না। এটাও ড্রামা। তখন বাচ্চাদেরকে লিখতে হয় যে একে সঞ্জীবনী বুটি দাও। মুরলী শোনালে গ্রহণ কেটে যাবে। আমরা সবাই শিববাবার সেবা করছি। বাড়ি তৈরি করাও বাবার সেবা। বাবা এসেছেন বাচ্চাদের সেবা করতে। তিনি বাদশাহী দেন। তাই বাচ্চাদেরকেও বাবার সেবার প্রতি শখ রাখতে হবে। ঈশ্বরীয় সেবা করা তো খুবই সহজ। গৃহস্থে থেকেও, কিছু সময় বার করে সেবা করতে হবে। কোনো একজন অন্ধকে রাস্তা বলে দিয়ে আসতে হবে। তখন কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে। আচ্ছা। যে যেমন সেবা করে, বাবা তাকে সেইরকম পুরস্কার দেন। বাবা তো বাচ্চাদের ওপরে বিশ্বাস রাখেন যে এই বাচ্চা ব্রাহ্মণ বংশের নাম উজ্জ্বল করবে। ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য অবশ্যই সহযোগী হতে হবে। বাবা হলেন কল্যাণকারী, ক্ষমার সাগর। কেউ চলে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে বাবা বলেন - ঠিক আছে, আবার জ্ঞান ধারণ কর। খুবই উঁচু সিঁড়ি। রাস্তা তো সহজ, কিন্তু অবজ্ঞা করার জন্য ধারণা হয় না। এর পরিণাম কি হয়? কম পদ পায়। বর্তমান সময়ের লক্ষ কোটি পতিরাও তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মত মহান ভাগ্যবান নয়। তোমাদের প্রতি পদক্ষেপে লক্ষ কোটি প্রাপ্তি। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস 17-6-68

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা যখন এখানে আসে, তখন মনে করে যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। বাবার মুখ থেকে শোনে। যখন নিজ নিজ সেন্টারে যায়, তখন সামনে বাপদাদা থাকে না। কোথাও আবার গোপও ক্লাস করায়। মুরলি তো সহজ। যে কেউ ধারণ করে ক্লাস করাতে পারবে। ব্রাহ্মণীরা তো আছেই। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কি মুরলী পড়ে, তারপর মুরলির সারকথা শোনায়? যারা হাতে মুরলি নিয়ে মুরলি শোনায় তারা হাত ওঠাও। যারা মুরলি হাতে না নিয়ে কেবল মুরলির সারকথা শোনায়, তারা হাত ওঠাও। মুরলি তো হতে থাকা উচিত। পড়ার পরে সমস্ত সারকথা শোনায়। কেউ আবার মুরলি পড়ে শোনায়। বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। মহারথী, ঘোড় সওয়ার এবং পেয়াদা। সবাই তো যথাযথ ভাবে পড়ে না। কেউ কেউ তো পড়ে এবং তার সাথে অ্যাডিশন করে রহস্যও শোনায়। সবাই এইভাবে বোঝাতে পারে না। এখানে তো বাবা বসে আছেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, কোনো কথায় সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়। কেবল বাবা-ই সবকিছু শোনান। দুনিয়ার স্কুলে তো অনেকজন পড়ায়। আলাদা আলাদা বিষয় পড়ায়। এখানে তো একজনই পড়ান। একটাই এম অবজেক্ট। এক্ষেত্রে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না। সকালে এখানে বসে বাচ্চাদেরকে স্মরণের যাত্রায় সহযোগ করি। এমন নয় যে কেবল তোমাদেরকে স্মরণ করি। বেহদের সকল বাচ্চাই স্মরণে থাকে। এই স্মরণের দ্বারা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানাতে হবে। কোন কার্যে তোমরা আঙ্গুল দিচ্ছ? সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হয়। তাই বাবা সকল বাচ্চাদের ওপরে নজর রাখেন। সকলেই শান্তিতে চলে যাক। সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যে যোগযুক্ত থাকে, সে এটাকে গ্রহণ করে। বাবা তো বেহদেই বসবেন। আমি সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে এসেছি। সমগ্র দুনিয়াকে কারেন্ট দিচ্ছি যাতে

পবিত্র হয়ে যায়। যে যোগযুক্ত থাকবে, সে বুঝবে যে এখন বাবা বসে স্মরণের যাত্রা শেখাচ্ছেন, যার দ্বারা বিশ্বতে শান্তি হবে। বাচ্চাদেরকেও স্মরণ করা হয়। তারাও স্মরণে থাকে, তাই সাহায্য প্রাপ্ত করে। খুব কমজনই ভালোভাবে স্মরণ করে। সহযোগী বাচ্চাও তো দরকার, তাই না? ঈশ্বরীয় সহযোগী। নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের প্রথম বিষয় হল পবিত্র হওয়া। তোমরা বাচ্চারা বাবার সাথে নিমিত্ত হও। বাবাকে আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। কিন্তু তিনি একলা কি করবেন? সহযোগী তো দরকার, তাই না? তোমরা জানো যে আমরা বিশ্বকে শান্ত বানিয়ে সেখানে রাজত্ব করব। এইরকম বুদ্ধি হলে তবেই নেশা বজায় থাকবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে। তোমরা জানো যে বাবার শ্রীমতের দ্বারা এবং নিজ যোগবলের দ্বারা আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। নেশা থাকতে হবে। এটা তো কোনো স্থূল কথা নয়। এটা হল আধ্যাত্মিক বিষয়। বাচ্চারা জানে যে প্রতি কল্পেই বাবা এই আধ্যাত্মিক বলের দ্বারা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানান। এটাও বোঝে যে শিববাবা এসেই স্বর্গ স্থাপন করেন। দুনিয়া এটাও জানে না পরমপিতা পরমাত্মা এসে নুতন দুনিয়া স্থাপন করেন। কখন, কিভাবে স্থাপন করেন কিছুই জানে না। গীতাতেও আটাতে নুনের মত অতি অল্প পরিমাণ সত্যকথা রয়েছে। এছাড়া তো সবকিছু কেবল মিথ্যা আর মিথ্যা। বাবা এসে সত্য বলেন। ভারতের যোগবল প্রসিদ্ধ। অনেকেই শেখানোর জন্য যায়। বাবা বলেন, হঠযোগী কখনো রাজযোগ শেখাতে পারবে না। কিন্তু আজকাল চারিদিকে তো অনেক অসত্য। সকলের সামনে অনেক রকম ইমিটেশন রয়েছে। তাই খুব কমজন-ই সত্যিটা জানতে পারে। আচ্ছা। গুড নাইট। রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) শ্রীমৎকে ত্যাগ করে কখনো মন-মত অনুসারে চলা উচিত নয়। মুখ দিয়ে যেন রত্নের পরিবর্তে পাথর না বেরোয়।

২) বাবার সেবার প্রতি শখ রাখতে হবে। সময় বার করে ঈশ্বরীয় সেবা অবশ্যই করতে হবে। অন্ধকে রাস্তা বলতে হবে। সুযোগ্য হতে হবে।

বরদান:- মনকে শ্রেষ্ঠ পজিশনে (স্থান) স্থির করে পোজ (ভঙ্গিমা) পরিবর্তনের খেলাকে সমাপ্ত করে সহজযোগী হও।

মনের পজিশন যেমন হয়, সেটা চেহারার পোজের মাধ্যমে দেখা যায়। কোনো কোনো বাচ্চা কখনো বোঝা উঠিয়ে মোটা হয়ে যায়, কখনো অনেক চিন্তা করার সংস্কারের জন্য আন্দাজের থেকেও লম্বা হয়ে যায়, আবার কখনো হতোদ্যম হয়ে নিজেকে অনেক ছোট করে দেখে। নিজের মনের এই পজিশনকে সাক্ষী হয়ে দেখ এবং মনের শ্রেষ্ঠ পজিশনে স্থির হয়ে এইরকম ভিন্ন ভিন্ন পোজকে পরিবর্তন কর। তাহলেই সহজযোগী বলা যাবে।

স্লোগান:- খুশির খনির অধিকারী আত্মারা সর্বদা খুশিতে থাকে এবং খুশি বিতরণ করে।